ব্লগ

তথ্যপ্রযুক্তির উন্মুক্ত দুয়ার

ব্লগ হচ্ছে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইন্টারনেট নির্ভর তথ্য প্রকাশ মাধ্যম। ব্যক্তিগত তথ্য, মতামত কিংবা আবেগ অনুভূতি থেকে বিশ্বের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে ঝাঁঝালো আলোচনা, সব কিছুতেই আছে ব্লগ। ব্লগের খুটিনাটি নিয়ে

লিখেছেন... **মেহেদী হাসান সুমন**

আমরা সব সময়ই চাই আমাদের না বলা কথা কিংবা আবেগ-অনুভূতিগুলো অন্যদের জানিয়ে দিতে। আর এটা অনেকভাবেই সম্ভব। ছাপার হরফ কিংবা কণ্ঠের জোরের সঙ্গে সঙ্গে, ইন্টারনেটও সাহায্য করছে আজকাল। আদতে, ইন্টারনেটের আশীর্বাদ আমাদের তথ্য প্রকাশ ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রটিকে করেছে অনেক সহজ। তথ্যপ্রযুক্তির সেই উৎকর্ষের ধারাবাহিকতায় এসেছে ব্লগ। বিশ্বব্যাপী উন্মুক্ত, একটি ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রকাশনা। যা আমাদের ভালো লাগা, না লাগা, আনন্দ-বেদনা-অভিজ্ঞতা, কোনো ঘটনা, প্রতিবাদ বিশ্বব্যাপী প্রচার করতে সাহায্য করে।

ব্লগ কী

ব্লগ হচ্ছে ইন্টারনেট ম্যাগাজিন বা ই-জার্নাল। আপনার কথাগুলো অন্যের কাছে তুলে ধরা, বন্ধুত্ব বা ভাব বিনিময়ের ওয়েবসাইট হলো ব্লগ। সাধারণত ব্লগ অন্য সাইটের লিংক সাইট হিসেবে থাকতে পারে। যেটা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উন্মুক্ত আলোচনার স্পট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো কখনো ব্লগ ব্যবহৃত হয় 'ব্যক্তিগত ডায়েরি' হিসেবে। এ ছাড়া কোনো সংবাদ বা ঘটনা জানাতে কিংবা সে সম্পর্কে জনগণের মন্তব্য জানতেও ব্যবহৃত হয় ব্লগ।

ব্লগ শুরুর কথা

ওয়েব্লগ (Weblog) শব্দটি সর্বপ্রথম ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে জর্ন বার্জার ব্যবহার করেন। আর ব্লগ (blog) শব্দটি প্রচলন শুরু হয় ১৯৯৯ সালের এপ্রিল বা মে মাসে। পিটার মেরহলজ ওয়েব্লগ (Weblog) শব্দটিকে ভেঙে 'We blog' হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেন। ইজন উইলিয়াম ও মেগ হরিআনসের নেতৃত্বে 'প্যারা ল্যাবস' ১৯৯৯ সালে প্রথমবারের মতো 'ব্লগ টুলস' পরিচালনা করা শুরু করে। আর ব্লগের উদ্ভাবক হিসেবে ধরা হয় জাস্টিন হলকে। ১৯৯৪ সালে তিনি স্মাটমোর কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সর্বপ্রথম নিজস্ব ব্লগিং শুরু করেন।

ব্লগিং কেন

যখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (www) আবিষ্কৃত হয়, তখন থেকেই তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট। এবং অচিরেই ওয়েবসাইট ব্রাউজিং জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। মজাদার বা আকর্ষণীয় কোনো সাইট সম্পর্কে বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিতজনদের জানাতে এবং সে সম্পর্কে মতামত জানানোর প্রয়োজনে ব্লগিংয়ের জন্ম। প্রাথমিকভাবে, নিজস্ব ওয়েবসাইটে বিভিন্ন তথ্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় ওয়েবসাইটগুলোর লিংক জুড়ে দেয়া এবং সেগুলো সম্পর্কে 'মন্তব্য' লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমেই ব্লগিংয়ের সূত্রপাত। গত কয়েক বছরে ব্লগের জনপ্রিয়তা বাড়ছে হু হু করে। সাম্প্রতিক একটি হিসাবে দেখা গেছে, বর্তমানে ৮টি জনপ্রিয় ওয়েব পাবলিশিং সাইটে প্রায় ৪.১২ মিলিয়ন ব্লগ আছে। আর সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্লগ সাইট হলো, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক অ্যান্ড্রু সুলভিয়ানের ব্লগ। প্রতিদিন প্রায় ৩৩ হাজার ভিজিটর এই ব্লগটি ভিজিট করে।

কাদের জন্য ব্লগ

প্রায় সব ধরনের মানুষই ব্লগ ব্যবহার করেন। তবে সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, সাধারণত ৫২ শতাংশ ব্লগই টিনএজ (১৩ থেকে ১৯ বছর) ওয়েব ব্রাউজারদের দ্বারা তৈরি।

একই জরিপে দেখা গেছে, সাধারণত মেয়েরা ছেলেদের চাইতে বেশি 'কমিউনিকেটিভ' হয়। অর্থাৎ মেয়েরাই যোগাযোগ বা তথ্য আদান-প্রদানের ব্যাপারে বেশি তৎপর থাকে। তবে ব্লগের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে, দু'ধরনের ইউজারের সংখ্যা সমান। আর, আশ্চর্যজনকভাবে ছেলেরাই মেয়েদের চেয়ে বেশি স্মাইলি (ইমোশনাল আইকন) বেশি ব্যবহার করে।

জনপ্রিয় ব্লগ সাইট www.blogger.com

ব্লগে কী লেখা যায়

সব ধরনের তথ্য প্রকাশের জন্য ব্লগ উন্মুক্ত। আজ সারা দিন আপনি কী করলেন, এটা থেকে শুরু করে বর্তমান বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে আপনার চিন্তাভাবনাগুলোও ব্লগে লেখা যায়। সাধারণ টিনএজাররা তাদের ব্লগে, তাদের প্রতিদিনের জীবনযাপনকে তুলে ধরে। এ ধরনের ব্লগের ৪০ শতাংশ থাকে মিউজিক ও ব্যান্ড নিয়ে কথাবার্তা। আর বাকি ৬০ শতাংশ থাকে স্কুলের বিভিন্ন মজার ঘটনার বর্ণনা। তবে অনেক টিনএজারের কাছেই ব্লগ হলো তার ব্যক্তিগত নানা সমস্যা, যেগুলো অন্যদের সঙ্গে 'শেয়ার' করা যায় না, সেগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনার জায়গা। প্রকৃতপক্ষে ব্লগ হচ্ছে ওয়েবসাইটগুলোর রিভিউ লেখার সবচেয়ে ভালো উপায়। এছাড়া কোনো একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য 'মেসেজ বোর্ডে' লিপিবদ্ধ করা যায়। তাছাড়া অনেক সময়, বিভিন্ন দৈনন্দিন খবরও ব্লগে লেখা যায়।

এছাড়া, কোনো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনাও ব্লগে লেখা যায়। যার ফলে এ ঘটনাটা সম্পর্কে সবাই তথ্য পেতে পারেন।

নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ, তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় ছাড়াও নির্দোষ আনন্দের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় ব্লগ। আর ব্লগের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে, এটা ব্যবহার করলে ভাষা-জ্ঞান যেমন বাড়বে, তেমনি ব্যাকরণ ও সাহিত্য সম্পর্কে ধারণাও বাড়বে। এ জন্যই স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ব্লগ সম্পৃক্তকরণের চিন্তাভাবনা চলছে। একজন শিক্ষকের মতে, একটি ব্লগে প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ২,০০০ শব্দ থাকে। যা একটি 'রচনা'র চেয়েও বেশি। এটা অবশ্যই শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষার জন্য খুবই কার্যকর।

শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রেও ব্লগ রাখছে ইতিবাচক ভূমিকা। এর মাধ্যমে বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সমস্যা, ঘটনা, নিজস্ব বস্তুনিষ্ঠ মতামত, আবেদন ও প্রতিবাদ আমরা বিশ্বব্যাপী সরবরাহ করতে পারি। কেননা, ব্লগের ক্ষেত্রে তথ্য, খবর বা মতামত প্রকাশে কোনো রকম বাধ্যবাধকতা বা বিধিনিষেধ নেই।

ইরাক : প্রথম ব্লগ যুদ্ধ

ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সচেতন ছিলেন ইরাকি তরুণরা। যখন বিবিসি ও সিএনএনে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থার খবর পাওয়া যেত না, তখন ইরাকি কয়েকজন তরুণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধের তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করতেন এবং তা ব্লগের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতেন। পরবর্তীতে বাগদাদের বাসিন্দা সালাম পাক্স যুদ্ধের সময় প্রকাশিত তার ব্লগ নিয়ে একটি বই রচনা করেন।

এ ছাড়া সরাসরি যুদ্ধরত অনেক সৈনিকও যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিবরণ ব্লগে প্রকাশ করতেন। এভাবে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের খবরাখবরের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎসে পরিণত হয় ব্লগ। শুধু ইরাক যুদ্ধই নয়, মাদ্রিদে 'এম-১১' আক্রমণের ছবিও বিশ্ববাসীর কাছে চলে এসেছে ব্লগের কল্যাণে। ২০০৩ সালের শেষে ইনস্তাপানডিট, ডেইলি কস ও এট্রিয়সের মতো জনপ্রিয় ব্লগগুলো প্রতিদিন প্রায় ৭৫ হাজার নতুন নতুন ভিজিটর ভিজিট করেন। এছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে প্রচারণার সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যমে পরিণত হয় ব্লগ। মেরিয়াম-ওয়েবস্টার ডিকশনারি 'ব্লগ'কে ২০০৪ সালের 'ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

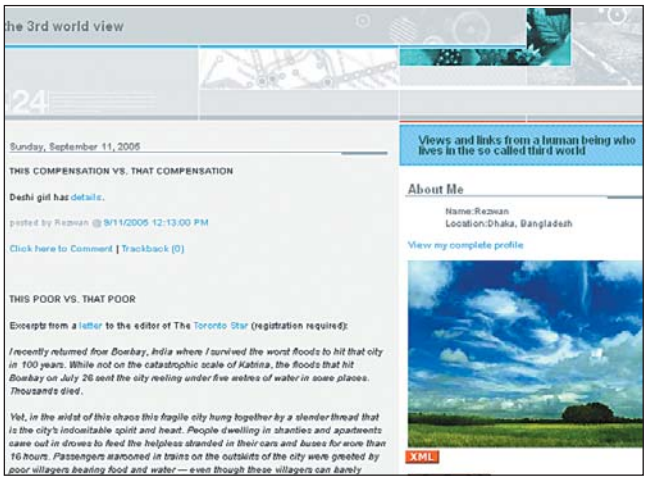

একটি বাংলাদেশী ব্লগ সাইট

ব্লগের প্রকারভেদ

ব্যক্তিগত ব্লগ ব্যবহৃত হয় অনলাইন ডায়েরি বা জার্নাল হিসেবে। ফ্রেন্ড ব্লগ ব্যবহৃত হয় একটি নির্দিষ্ট গ্রুপ বা চেইনের সদস্যদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে। টপিক্যাল ব্লগগুলোতে থাকে একটি নির্দিষ্ট টেকনিক্যাল বিষয়ের তথ্য। উদাহরণ, www.google.com/googleblog/ এখানে গুগল সম্পর্কিত খবরাখবর থাকে। স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্লগে থাকে স্বাস্থ্যবিষয়ক টিপস ও পরামর্শ। উদাহরণ, www.ronmetcalfe.com/blog। লিটারেরি ব্লগে থাকে জ্ঞানের বিবিধ তথ্য। উদাহরণ- www.bookslut.com/blog অথবা www.maudnewton.com/blog/। ট্রাভেল ব্লগে থাকে বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনী, (www.realtravel.com) ছবি, রুট ও পর্যটনের তথ্য। বর্তমান কোনো ঘটনা নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনা থাকে ইস্যুভিত্তিক ব্লগে। (www.dailykos.com)।

এছাড়াও রাজনীতি, ধর্ম, খবর, আইনকানুন, মেডিক্যাল, মিডিয়া, শিক্ষা, ডিকশনারি, ব্যবসা, গান-বাজনা, ভিডিও, ফটোগ্রাফিসহ বিভিন্ন বিষয়ের হাজারো ব্লগ আছে।

ব্লগ সাইটের ঠিকানা

* www.andrewsullivan.com
* www.aool.blogspot.com
* www.blogger.com
* www.flicker.com
* www.onlineblog.com
* www.typepade.com
* www.kickass.typepad.com
* www.movabletype.com

বাংলাদেশী ব্লগ সাইট

* www.rezwanul.blogspot.com
* www.sshahriar.blogspot.com
* www.iurifat.blogspot.com

ব্লগ তৈরি করতে হলে

নিজস্ব ব্লগ তৈরি করা খুবই সহজ একটি প্রক্রিয়া। এজন্য প্রথমে আপনাকে Greatest journal, pitas, blogger livejournal, Deadjournal, Xanga, CMS, bblog, wordpress, Drupal, bzevolution, Antville এবং Serendipity এ রকম একটি ব্লগার সাইটে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এরপর আপনাকে আপনার ব্লগের নাম ও টেমপ্লেট নির্ধারণ করতে হবে। ছোট ও মানাসই নাম ও আকর্ষণীয় টেমপ্লেট বা ডিজাইন বাছাই করুন। এতে লেখার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং খুঁজে পেতেও সহজ হয়। এর পরবর্তী, ধাপ হলো লেখা পোস্ট করা। আপনার নিজস্ব রেজিস্ট্রেশনকৃত অ্যাকাউন্টে গিয়ে নোটিশ বোর্ডের New post অপশনে গিয়ে আপনার লেখা পোস্ট করুন, এরপর শুধু publish বাটনে ক্লিক করলেই হবে।

অনেক সাইট আবার পোস্টকৃত লেখাগুলো সাজিয়ে নিয়ে তারপর সাইটে প্রকাশ করে। অনেকে আবার ছবিও প্রকাশ করে। কোনো কোনো সাইটে লেখার মান অনুযায়ী রেটিং, লেখকের তথ্য ও লেখা সম্পর্কে মতামত প্রদর্শনের ব্যবস্থাও থাকে।

ইন্টারনেট জগতে ব্লগিং বেশ দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। কেননা, তথ্য আদান-প্রদান, মতামত বিনিময়, বিতর্ক কিংবা ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্লগ দিচ্ছে অসীম সুযোগ। তবে ইন্টারনেট সহজলভ্য না হওয়ায়, ব্লগ আমাদের দেশে তেমন একটা পরিচিত নয়।

তবুও দেশের তরুণদের মধ্যে ক্রমশই ব্লগ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। তাই আর দেরি না করে, তথ্যপ্রযুক্তির এই দৈরথে যুক্ত হতে আপনিও তৈরি করতে পারেন নিজের একটি ব্লগ।